দেশজুড়ে ছিনতাই-ডাকাতির তাণ্ডব, নদীতে বাড়ছে লাশ উদ্ধার

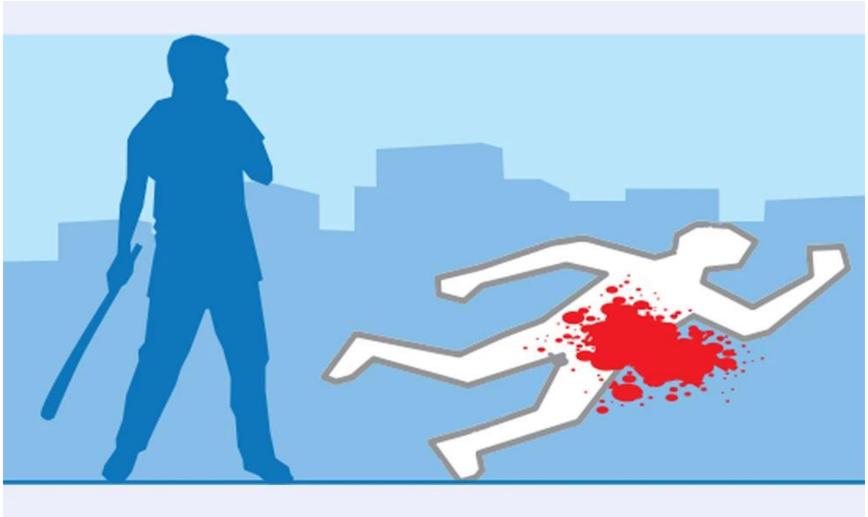

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি দিনদুপুরে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। এমনকি খোদ পুলিশ সদস্যরাও এখন ছিনতাইকারীদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নদীতে অজ্ঞাতপরিচয় লাশ উদ্ধারের ঘটনাও বেড়েছে। পুলিশের ধারণা, হত্যার পর আলামত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এসব লাশ নদীতে ফেলা হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ গভীর উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে দেশে মোট ২ হাজার ৩৬১টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। একই সময়ে থানাগুলোতে দায়ের হয়েছে ২ হাজার ৯১১টি মামলা। এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে ৫৫০টি হত্যামামলা দায়ের হয়।

পরিসংখ্যান বলছে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মাসে গড়ে আড়াই শতাধিক হত্যা মামলা হচ্ছে—অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ৯ জন মানুষ খুন হচ্ছেন। একই সঙ্গে ছিনতাইয়ের ঘটনাও বাড়ছে, আর হত্যার প্রমাণ গোপন করতে বেড়েছে নদীতে লাশ ফেলার প্রবণতা।

নৌ পুলিশ জানায়, চলতি বছর প্রতি মাসে গড়ে ৪৩টি লাশ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। গত বছর এই হার ছিল মাসে ৩৬টি। পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, এটি অপরাধীদের নতুন কৌশল—হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যাতে প্রমাণ মুছে যায়।

রাজধানীর রামপুরার মতো জনবহুল এলাকাও এখন নিরাপদ নয়। গত ১৯ অক্টোবর দুপুরে এক ছিনতাইকারীর দল বাসে থাকা যাত্রী ইমরানের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়। এমন ধারাবাহিক ঘটনার কারণে জননিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা আরও বেড়েছে।